কোরআনের অবমাননা নপুংসক মাওলানা

ক্ষমতাসীনদের উদয়াস্ত চিৎকার সত্ত্বেও আমজনতার বদ্ধমূল বিশ্বাস যে, সরকারের আশ্রয়-প্রশ্রয় ও প্রত্যক্ষ মদদেই এ দেশে গণবিধ্বংসি জঙ্গিবাদের উত্থান, লালন ও নৃশংসতা। জঙ্গি দমনে সরকারের হম্বিতম্বি এবং বেশ কটি মূষিক প্রসবের পর গত ২ মার্চ শীর্ষ জঙ্গি নেতা শায়খ রহমান ও ৬ মার্চ বাংলা ভাইয়ের নাটকীয় গ্রেপ্তারে সাধারণ মানুষ যারপরনাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। সরকার এটাকে তাদের 'যুগান্তকারী সাফল্য' হিসেবে প্রচার করলেও অনেকে এটাকে তাদের 'প্রায়শ্চিত্ত' হিসেবে বিবেচনা করছেন।

একজন সংবিধান, রাষ্ট্রদ্রোহী, বোমাবাজ, শীর্ষ সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তারের পর সরকারপ্রধান নিজেদের প্রশস্তি গেয়ে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। সমকালীন ইতিহাসে যা ন্যক্কারজনক। এ দেশের কোটি লোক আজও নিরক্ষর, অজ্ঞান, হুজুগে, সরল বিশ্বাসী। সে তুলনায় শোষককুল, শায়খ ও বাংলা ভাইয়েরা অধিকতর ধুরন্ধর, ডিগ্রিধারী, মতলববাজ। তাই আজও নির্বিবাদে তাদের এসব জ্ঞানগর্ভজাত বর্জ্য আমাদেরই হজম করতে হয়। জোট সরকারের রাজনৈতিক দেউলিয়াত্বের সূচক যে কতোটা নিম্নমুখী এ ঘটনা তারই প্রমাণ। 'আমরা যেকোনো ধরনের সন্ত্রাস দমনে সক্ষম।' প্রধানমন্ত্রী এহেন বক্তব্য প্রদানের আগে সেই নিরপরাধ, উজ্জ্বল, নৃশংসভাবে নিহত, তাদের শোকাকুল প্রিয়জন এবং জনগণের জানমালের নিরাপত্তাদানে ব্যর্থতার কথা স্মরণ করা উচিত ছিল। আমরা যে কতোটা বিস্মৃতপরায়ণ জাতি তিনি আবারও তা প্রমাণ করলেন।

একজন বর্বর নৃশংসস হত্যাকারী, জাতীয় বিপর্যয় সৃষ্টিকারী দানব শায়খ রহমানের হাতে পবিত্র কোরআন শোভা পাচ্ছে! ফতোয়াবাজরা কি তা দেখছে না?

দেশ যখন নানাবিধ সংকটের মুখোমুখি। চারদিকে তেল, গ্যাস, সার, বিদ্যুৎ, পানির হাহাকার। দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট জনতা। ঠিক সে সময় সরকার শায়খ ও বাংলা ভাইয়ের ট্রাম্পকার্ডটি ব্যবহার করেছেন। বিক্ষুব্ধ, শোকাহত, নিপীড়িত জনগণের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ফেরানোর মতো বালখিল্য রাজনৈতিক নোংরামির অপসংস্কৃতি অবশ্য এ দেশে নতুন কিছু নয়। আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে থাকলে র‍্যাব, চিতা, কোবরার দরকার হয় না। সন্ত্রাস, দুর্নীতির বিরুদ্ধে যদি প্রথমেই আন্তরিক ও দৃঢ় অবস্থান নেয়া হতো তাহলে শায়খ ও বাংলা ভাইয়ের জন্ম হতো না। স্পেকট্রাম কিংবা ফিনিক্স ধসে এতো শ্রমিকেরও প্রাণহানি ঘটতো না। অবশ্য সে ক্ষেত্রে এসব তাৎপর্যপূর্ণ (?) ভাষণের মালমসলা, বিভিন্ন ভবনের নজরানায় ঘাটতি পড়তো বৈকি। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায়, এ দুই শীর্ষ জঙ্গির গ্রেপ্তারে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের ফজিলত আরো বৃদ্ধি পাবে (আমিন)।

সামান্য পান থেকে চুন খসলেই যারা ধর্মের তলোয়ার নিয়ে তেড়ে আসে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। সেই উগ্র, ধর্মান্ধ, সাম্প্রদায়িক শক্তিই বিভিন্ন সময় হুমায়ুন আজাদ, তসলিমা নাসরিন, আহ্‌মদিয়া, রুশদী, শামসুর রাহমান, ড. আহমদ শরীফ, দাউদ হায়দারকে নিয়ে মধ্যযুগীয় বর্বরতায় মেতে উঠেছিল। নূরজাহানদের ঘাতক ফতোয়াবাজ জল্লাদরা কি অন্ধ হয়ে গেছে? তারা কি দেখছে না একজন বর্বর নৃশংসস হত্যাকারী, জাতীয় বিপর্যয় সৃষ্টিকারী দানব শায়খ রহমানের হাতে পবিত্র কোরআন শোভা পাচ্ছে? তারা কি দেখছে না, তীর্থযাত্রী হাজির দ্যুতিময় পোশাক পরে ঐ লোকটা এখনো জাতিকে বিভ্রান্ত করে যাচ্ছে? তলোয়ার, বোমা, কোরআনের সহাবস্থান এখনো তাদের গন্ডারসদৃশ বোধকে নাড়া দিতে পারেনি? কোনো অমুসলিম এ কাজটি করলে তারা কী করতেন? এর পরও শায়খকে মুসলিম বলা যায়?

তাহলে আহ্‌মদিয়া ও শায়খদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? বরং তারা তো আহ্‌মদিয়াদের চেয়েও নিকৃষ্ট ও ভয়ঙ্কর। মাওলানা মমতাজীরা কি মরে গেছে? তাদের জিহাদি জোশের বীভৎস আস্ফালন এখন কেন দেখি না?

র‍্যাবকে অতিশয় বিনয়ের সঙ্গে প্রশ্ন করতে চাই, যে কোরআনকে সে এতো দিন তার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে, গ্রেপ্তারের পর কেন তার হাত থেকে সে অস্ত্র কেড়ে নেয়া হয়নি? তার শরীর থেকে কেন এখনও ভন্ডামি, প্রতারণার লেবাস টান মেরে খুলে ফেলা হয়নি?

ধর্মের নামে গুন্ডামি-ভন্ডামির ইতিহাস মানব ইতিহাসের মতোই পুরনো। অবশ্য স্বাধীনতার নামে অন্যের অনুভূতিতে আঘাত করাও মানবতাবিরোধী, বিভাজনকাতর, সর্বজনীন মৈত্রী পরিপন্থী। এটা আস্তিক-নাস্তিক উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ব্রুনো থেকে জগন্নাথ পাঁড়ে সহস্রাব্দের দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে যদি আমাদের প্রশ্ন করে, এ সময়ে তোমরা কতোটা সভ্য হয়েছ, পৃথিবীর মানুষ? মানুষ নিরুত্তর। তবে কি মানুষরা সব মরে যাচ্ছে? পৃথিবী কি আবার হিংস্র জানোয়ারের অভয়ারণ্য হয়ে উঠছে?

বেলাল বাঙ্গালি
নিউজনেট
২৪/৪ চামেলীবাগ,শান্তিনগর
ঢাকা-১২১৭

মন্তব্য কলাম

পাঠকের লেখা ফিচার, প্রতিবেদন, অভিজ্ঞতার কথা বা মতামত নিয়মিত ছাপা হবে এই বিভাগে।

আপনিও লিখতে পারেন।

তবে লেখার বিষয় বস্তু আকর্ষনীয় ও তথ্য ভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

লেখার কলেবর যতটা সম্ভব ছোট রাখবেন। তাহলে ছাপার জন্য মনোনিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে।

সম্ভব হলে লেখার সঙ্গে ছবি ও প্রামাণ্য কাগজ পত্র পাঠাবেন।

নাম পরিচয় গোপন রাখতে চাইলেও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা ও ফোন নম্বর অবশ্যই লেখার সঙ্গে পাঠাবেন

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

মন্তব্য কলাম
সাপ্তাহিক ২০০০
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড
ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫০৯৫১-৩
ই-মেইল: info@shaptahik2000.com